তারিখ: 1 MAY 2005
পৃষ্ঠা — ১৪ কলাম — ১

যুগান্তর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী ভয়াবহ সেশনজটের কবলে

একরামুল ইসলাম বিপুব, ইবি থেকে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সেশনজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগভেদে দুই থেকে সাড়ে তিন বছরের সেশনজট বিরাজ করছে। ফলে পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে লেগে যাচ্ছে আট বছরেরও বেশি সময়। সাড়ে তিন বছরের অভিশপ্ত সেশনজটের বোঝা মাথায় নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী। কবে পরীক্ষা? ফল বের হবে কবে? নতুন বর্ষে পদার্পণের সুযোগ কবে হবে?— এসব প্রশ্ন কুরে কুরে খাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। চাকরি নামের 'সোনার হরিণ' পাওয়ার সুযোগও হাতছাড়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর ভাগ্যে জুটছে একটাই খেতাব 'আদু ভাই।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ১৮টি বিভাগের মধ্যে ১২টি বিভাগেই এখন পাঁচটির জায়গায় সাতটি ব্যাচ রয়েছে। ৩টি বিভাগে রয়েছে ৮টি করে ব্যাচ। এর মধ্যে আবার মাস্টার্সে দুটি ও অনার্স প্রথম বর্ষে দুটি করে ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করছেন। প্রতিটি বর্ষে একাধিক ব্যাচ থাকায় ক্যাম্পাসে পরিচয় দিতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয় এসব বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের। বর্তমানে প্রথম বর্ষের দুটি ও মাস্টার্সের দুটি ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় দিতে হচ্ছে 'প্রথম বর্ষ নিউ' ও 'প্রথম বর্ষ ওল্ড' এবং 'মাস্টার্স নিউ' ও 'মাস্টার্স ওল্ড' হিসেবে। সর্বোচ্চ সাড়ে তিন বছরের সেশনজট বিরাজ করছে বাংলা, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রোনিক্স ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে। এ তিনটি বিভাগে আটটি ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করছেন। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে পাঁচ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম আট বছরেও শেষ করতে পারেননি এসব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। অথচ তুলনামূলক সেশনজট কম থাকায় ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, লোকপ্রশাসন এবং আরবি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষাজীবনের পাঠ চুকিয়ে ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। সেশনজট সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও এ বিভাগে এখনও মাস্টার্স কোর্স চালু হয়নি। কারণ প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা সাত বছরেও পার হতে পারেননি চার বছরমেয়াদি অনার্সের গণ্ডি। বর্তমানে এ বিভাগে শুধু অনার্সেই ৭টি ব্যাচ রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা ও ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তীব্র সঙ্কটের কারণেই বিভাগটির এ হাল হয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। এ বিভাগের প্রথম ব্যাচের ১২ জন ছাত্রছাত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তাদের প্রজেক্টের কোর্স করছে বলে জানা গেছে। আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ২২ মাস আগে মাস্টার্সে উঠলে এখনও তাদের এক বছরমেয়াদি কোর্স শেষ হয়নি। এছাড়া ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগ, আল কুরআন, আল হাদিস এবং দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ৭টি করে ব্যাচ রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, সেশনজট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও একাডেমিক বহির্ভূত কাজে ব্যস্ত থাকা। ফলে এক বছরের কোর্স শেষ হতে লেগে যায় দুই থেকে আড়াই বছর। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বহিঃপরীক্ষণ ও অন্যান্য অফিসিয়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফল প্রকাশ হতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় লাগে প্রায় একবছর। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আবার ঢাকা, রাজশাহীসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মাসের অধিকাংশ সময়ই তারা সেখানে থাকেন। দু'তিনদিনের জন্য ক্যাম্পাসে আসেন, বেতন তোলেন এবং দু'একটি ক্লাস নেন। ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী অনেক শিক্ষকও ঠিকমতো ক্লাস নেন না। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের এই দায়িত্বহীনতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। এতে নির্ধারিত সময়ে কোর্স শেষ হচ্ছে না। পরীক্ষা শেষ হচ্ছে না। দু'একটি পরীক্ষা হলেও ফল প্রকাশ হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘায়িত হচ্ছে সেশনজট। দিনের পর দিন চলছে এ অবস্থা। আর অভিভাবকদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি খরচ। সেশনজট নতুন করে ব্যাপকভাবে কবলিত হয়ে পড়ে ২০০৪ সালে ভিসি হটাও আন্দোলনের সময়। শিক্ষকদের একটি বড় অংশ ভিসি'র অপসারণের দাবিতে গত বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত লাগাতার ক্লাস বর্জন করে। ওই সময় তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ভিসি তাড়ানো আন্দোলনের প্রধান পুরোধা প্রফেসর ড. আশরাফ আলী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান অপসারিত হলে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে ভিসি পরিবর্তন হলেও সেশনজটের কবলে পড়া ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি আর পূরণ হয়নি।

- পাঁচ বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লাগে আট বছর
- শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নিচ্ছেন না